যায়যায়দিন

তারিখ ... 3 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

সিলেবাসের ফাঁদে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

যাযাদি রিপোর্ট

অনার্স পর্যায়ে বিজনেস স্টাডিজ শাখায় নতুন সিলেবাস চালু নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়িমসির কারণে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন সারাদেশের অধিভুক্ত কলেজগুলোর লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। দুই দফায় কোর্সের সিলেবাস পরিবর্তন ও সংশোধনের কারণে বাজারে বইও খুঁজে পাচ্ছেন না তারা। পাঠদানের ব্যাপারে বিভ্রান্তি আর দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন কলেজের শিক্ষকরাও। ফলে সিলেবাসের ফাঁদে আটকে আছে সংশ্লিষ্ট শাখার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন।

১৫ মার্চ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সারাদেশে বিভিন্ন কলেজে প্রায় দুই লাখ ছাত্রছাত্রী সিলেবাস ছাড়াই ক্লাস শুরু করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সময়মত সিলেবাস তৈরি না হওয়ায় ১ মার্চ থেকে নির্ধারিত ক্লাস শুরু করা যায়নি। হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের নতুন সিলেবাস নিয়ে ঘটেছে তুঘলকি কাণ্ড। ২২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আংশিক সিলেবাস দেয়া হলেও পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস দেয়া হয়নি। শিক্ষকদের আপত্তি ও দাবির মুখে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সিলেবাসে কিছুটা পরিবর্তন আনা হলেও পূর্ণতা পায়নি। গত মাসের শেষ সপ্তাহে নতুন যে সিলেবাস দেয়া হয়েছে তাও আবার চার বছরমেয়াদি কোর্সের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস নয় বলে জানা গেছে। সিলেবাসের অপরিহার্য অংশ হচ্ছে পাঠদান সংক্রান্ত বিধি যা রেগুলেশন নামে পরিচিত, তা দুই মাসেও জানানো হচ্ছে না। রেগুলেশন না দেয়ায় দুই মাস ক্লাস শেষে কোনো পরীক্ষা নেয়া যাচ্ছে না বলে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অভিযোগ।

হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের জন্য শুধু প্রথম বর্ষের সিলেবাস দেয়া হয়েছে। এ বিভাগগুলোর সিলেবাসে মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার কথা থাকলেও কোনো বিভাগে তা করা হয়নি। সিলেবাসে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কোনো ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। ব্যবস্থাপনা ও ব্যাংকিংয়ে কোর্স বাড়ানো হয়েছে নতুন সিলেবাসে। কিন্তু বর্ধিত কোর্সের বই বর্তমানে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না এমন অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। দেশের অনেক কলেজে বর্ধিত সিলেবাসের শিক্ষকও নেই।

ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় চার বছরের কোর্স একসঙ্গে প্রদান না করায় প্রথম বর্ষের প্রদত্ত সিলেবাসকে ভবিষ্যতের সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন কবি নজরুল কলেজের এক শিক্ষক। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই শিক্ষক বলেন, কোর্স বিষয়গুলো ৫০ নাম্বার করে দুটি বিষয় একসঙ্গে জুড়ে দেয়া ঠিক হয়নি। একাউন্টিং, ফিন্যান্স, বিজনেস ম্যাথ এবং কম্পিউটার ও আইটির মতো বিষয়গুলোকে প্রথম বর্ষের সিলেবাসে যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করা হয়েছে। শিক্ষকরা সন্দেহ করছেন এতে ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ঢাকা সিটি কলেজের কয়েক শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, কোনো ঘোষণা ছাড়াই ব্যবসায় পরিচিতি নতুন সিলেবাস থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এরূপ হাজারো সমস্যার মধ্যে পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং শিক্ষকরা বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও তাদের সময় দেয়া হয়নি বলে শিক্ষকদের অভিযোগ। পরে সহ-উপাচার্যের মাধ্যমে উপাচার্যের কাছে সিলেবাস পরিবর্তনে বিষয়ে নানা সমস্যা তুলে ধরা হয়। তবে শিক্ষকরা জানান, সিলেবাসের প্রস্তাবনা ও নতুন বিন্যাস সম্পর্কে যে আপত্তি করা হয়েছিল স্মারকলিপিতে সংশোধিত সিলেবাসে তা মানা হয়নি।